রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১০, ২০১৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১০ অক্টোবর, ২০১৩/২৫ আশ্বিন, ১৪২০

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১০ অক্টোবর, ২০১৩ (২৫ আশ্বিন, ১৪২০) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১৩ সনের ৪৬ নং আইন

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১(২০০১ সনের ১৬ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

২। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।—অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (ঘঘ) বিলুপ্ত হইবে;

(খ) দফা (ছ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ছ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(ছ) "ডিক্রী" অর্থ ধারা ১০(৮) ও ধারা ১৮(৬) এর অধীন যথাক্রমে, ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ডিক্রী;";

(গ) দফা (ট) এ দুইস্থানে উল্লিখিত "অর্পিত" শব্দটির পরিবর্তে উভয় স্থানে "প্রত্যর্পণযোগ্য" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) দফা (ঠঠ) ও দফা (থ) বিলুপ্ত হইবে;

(ঙ) দফা (দ) তে উল্লিখিত "ও 'খ'" শব্দ, বর্ণ ও চিহ্ন বিলুপ্ত হইবে; এবং

(চ) দফা (ধ) বিলুপ্ত হইবে।

৩। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন**।—উক্ত আইন এর ধারা ৬ এর উপান্তটীকাসহ কতিপয় স্থানে উল্লিখিত "অর্পিত সম্পত্তির তালিকায়" শব্দগুলির পরিবর্তে সকল স্থানে "প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায়" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৭ এর সংশোধন**।—উক্ত আইন এর ধারা ৭ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "অর্পিত" শব্দটির পরিবর্তে "প্রত্যর্পণযোগ্য" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "অর্পিত সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্তিযোগ্য নহে মর্মে বা উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি কোন সম্পত্তি অর্পিত" শব্দগুলির পরিবর্তে "প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্তিযোগ্য নহে মর্মে বা উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণযোগ্য" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন**।—উক্ত আইন এর ধারা ৮, উপান্তটীকাসহ দুই স্থানে, উল্লিখিত "অর্পিত" শব্দটির পরিবর্তে উভয় স্থানে "প্রত্যর্পণযোগ্য" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। **২০০১ সনের ১৬নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন**।—উক্ত আইন এর ধারা ৯ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "অর্পিত" শব্দটির পরিবর্তে "প্রত্যর্পণযোগ্য" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "অর্পিত সম্পত্তির" শব্দগুলির পরিবর্তে "প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "ও 'খ'" শব্দ, বর্ণ ও চিহ্ন বিলুপ্ত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (১ক) এ উল্লিখিত "অর্পিত" শব্দটির পরিবর্তে "প্রত্যর্পণযোগ্য" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "ও (খ)" শব্দ, বর্ণ ও বন্ধনী বিলুপ্ত হইবে; এবং

(ঙ) উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত "ও 'খ'" শব্দ, বর্ণ ও চিহ্ন বিলুপ্ত হইবে।

৭। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৯ক, ৯খ, ৯খখ, ৯গ ও ৯ঘ এর বিলুপ্তি।**—উক্ত আইনের ধারা ৯ক, ৯খ, ৯খখ, ৯গ ও ৯ঘ বিলুপ্তি হইবে।

৮। **২০০১ সনের ১৬নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১০ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "অর্পিত" শব্দটির পরিবর্তে "প্রত্যর্পণযোগ্য" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১ক) এ উল্লিখিত "৩০ জুন" সংখ্যা ও শব্দটির পরিবর্তে "৩১ ডিসেম্বর" সংখ্যা ও শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) উপ-ধারা (৮) এর দফা (ঘ) এর উপ-দফা (আ) তে উল্লিখিত "এবং" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে।

৯। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১১ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

১০। **২০০১ সনের ১৬নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১২ এ উল্লিখিত "অর্পিত" শব্দটির পরিবর্তে "প্রত্যর্পণযোগ্য" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১১। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "অর্পিত" শব্দটির পরিবর্তে "প্রত্যর্পণযোগ্য" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এ, তিনবার উল্লিখিত, "অর্পিত সম্পত্তির তালিকা" শব্দগুলির পরিবর্তে সর্বত্র "প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত—

(অ) "অর্পিত সম্পত্তির তালিকা" শব্দগুলির পরিবর্তে "প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) "কমিটি বা" শব্দ দুইটি বিলুপ্ত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "৯ক" সংখ্যা ও বর্ণ বিলুপ্ত হইবে।

১২। **২০০১ সনের ১৬নং আইনের ধারা ১৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৪, উপান্তটীকাসহ দুই স্থানে, উল্লিখিত "অর্পিত" শব্দটির পরিবর্তে উভয় স্থানে "প্রত্যর্পণযোগ্য" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৩। **২০০১ সনের ১৬নং আইনের ধারা ১৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "অর্পিত সম্পত্তির তালিকা" শব্দগুলির পরিবর্তে "প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত "অর্পিত সম্পত্তির তালিকায়" শব্দগুলির পরিবর্তে "প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায়" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৪। **২০০১ সনের ১৬নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(১) এই আইনের অধীন আবেদনসমূহ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক জেলার জন্য একটি অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল এবং, প্রয়োজনবোধে, এক বা একাধিক অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করিতে পারিবে।";

(খ) উপ-ধারা (৩) বিলুপ্ত হইবে; এবং

(গ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "অতিরিক্ত জেলাজজ বা" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

১৫। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর—

(ক) দফা (ক) তে উল্লিখিত "ধারা ৯ক এর উপ-ধারা (১) বা" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী বিলুপ্ত হইবে; এবং

(খ) দফা (খ) ও (গ) এ দুই স্থানে উল্লিখিত "অর্পিত" শব্দটির পরিবর্তে উভয় স্থানে "প্রত্যর্পণযোগ্য" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৬। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) ও (গ) এ দুই স্থানে উল্লিখিত "ধারা ৯ক এর উপ-ধারা (১) বা" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী উভয় স্থানে বিলুপ্ত হইবে।

১৭। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৯ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"১৯। **অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপীল ট্রাইব্যুনাল স্থাপন ও উহার গঠন।**—(১) এই আইনের অধীনে আপীল আবেদনসমূহ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক জেলার জন্য একটি অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপীল ট্রাইব্যুনাল এবং, প্রয়োজনবোধে, এক বা একাধিক অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত আপীল ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করিতে পারিবে।"।

(২) জেলা জজ সমন্বয়ে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইবে এবং উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অতিরিক্ত জেলাজজ সমন্বয়ে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইবে।

(৩) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপীল ট্রাইব্যুনাল ধারা ১৮ এর অধীন দায়েরকৃত আপীল আবেদনসমূহের মধ্যে যে কোন আপীল আবেদন নিষ্পত্তির জন্য অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত আপীল ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করিতে পারিবে।

১৮। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২০ক এর বিলুপ্তি।—উক্ত আইনের ধারা ২০ক বিলুপ্ত হইবে।

১৯। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২২ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২২ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল, ইত্যাদির কার্যপদ্ধতি" শব্দগুলির পরিবর্তে "ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনালের কার্যপদ্ধতি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "ও বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

২০। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "কমিটি, ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল বা ক্ষেত্রমত বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে "ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "কমিটি, ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনালে" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনালে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "ধারা ৯ক এর উপ-ধারা (১) বা ধারা ১০ এর অধীনে পেশকৃত কোন আবেদন, ধারা ৯খখ, ধারা ৯গ" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বর্ণগুলির পরিবর্তে "ধারা ১০ এর অধীন পেশকৃত কোন আবেদন" শব্দগুলি ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।

২১। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৪ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "কমিটি বা ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলির পরিবর্তে সর্বত্র "ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "কমিটি বা ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলির পরিবর্তে সর্বত্র "ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "কমিটি বা ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলির পরিবর্তে সর্বত্র "ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

২২। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৫ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২৫—

(ক) এর উপান্তটীকায় উল্লিখিত "কমিটি, ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে "ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) এ উল্লিখিত "কমিটি, ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে "ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৩। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৭ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২৭ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) বিলুপ্ত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "এবং (২)" শব্দ, সংখ্যা ও বন্ধনী বিলুপ্ত হইবে।

২৪। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৮ক এর সন্নিবেশ।—উক্ত আইনের ধারা ২৮ এর পর নিম্নরূপ ধারা ২৮ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"২৮ক। **'খ' তফসিল বিলুপ্তি, ইত্যাদি সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।**—(১) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১৩ কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত 'খ' তফসিল বাতিল হইবে এবং উহা এমনভাবে বাতিল হইবে যেন, উক্ত তফসিলভুক্ত সম্পত্তি কখনোই অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয় নাই।

(২) এই আইনের অধীন স্থাপিত ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন বিলুপ্তকৃত 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তির বিষয়ে ইতোমধ্যে নিষ্পত্তিকৃত যে কোন মামলার রায় বা ডিক্রী বাতিল ও অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন উক্ত 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত সকল মামলা abate হইয়া যাইবে এবং এইরূপ abatement এর জন্য সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক আনুষ্ঠানিক আদেশ প্রদানের প্রয়োজন হইবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন বাতিলকৃত 'খ' তফসিল সম্পর্কিত কোন আবেদন বা নালিশ জেলা কমিটি, বিভাগীয় কমিটি বা কেন্দ্রীয় কমিটিতে যে কোন পর্যায়েই থাকুক না কেন উহা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হইয়া যাইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন 'খ' তফসিল বাতিল হওয়া সত্ত্বেও উক্ত তফসিলভুক্ত সম্পত্তিতে সরকার বা কোন ব্যক্তির কোন স্বত্ব বা স্বার্থ সম্পর্কে প্রচলিত আইনের অধীন প্রতিকার লাভে কোন আইনগত বাধা থাকিবে না।

(৫) ধারা ২০ক বিলুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত ধারার অধীন গঠিত কোন বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনালে 'ক' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন মামলা বিচারাধীন থাকিলে উহা এমনভাবে চলমান থাকিবে যেন, উক্ত ট্রাইব্যুনাল বিলুপ্ত হয় নাই এবং উক্ত মামলায় প্রদত্ত ডিক্রী ধারা ২(ছ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রদত্ত ডিক্রী হিসাবে গণ্য হইবে।"।

২৫। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩১ এ উল্লিখিত "ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল, বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল, জেলা কমিটি, বিভাগীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটির" শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে "ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৬। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর—

(ক) দফা (ক) এ উল্লিখিত "জেলা কমিটি, বিভাগীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি, ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে "ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (খ) এ উল্লিখিত "জেলা কমিটি, বিভাগীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি, ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে "ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনালে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) দফা (গ) এ উল্লিখিত "জেলা কমিটি, বিভাগীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি, ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে "ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৭। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৩ (২০১৩ সনের ০৫ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কোন কার্যক্রম বা গ্রহীত কোন ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গ্রহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রণব চক্রবর্তী
অতিরিক্ত সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd